শ্রম অসন্তোষে ৩১৭ পোশাক কারখানায় ক্ষতি ৫ হাজার ১৩৬ কোটি টাকা



ছবি: সংগৃহীত

শ্রমিক অসন্তোষে উৎপাদন ব্যাহত হওয়া ও বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতির কারণে ৩১৭টি পোশাক কারখানায় ৫ হাজার ১৩৬ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের পরিবর্তে অন্য দেশে চলে গেছে প্রায় ৩ হাজার ৯৬ কোটি টাকার রপ্তানি ক্রয়াদেশ। এ তথ্য জানিয়েছে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ।

রোববার (২২ নভেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনটি জানায়, ডলারের হিসাবে সরাসরি আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৪২৮ মিলিয়ন এবং অন্য দেশে চলে যাওয়া ক্রয়াদেশের পরিমাণ ২৫৪ মিলিয়ন ডলার।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৩০ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবিতে গত অক্টোবর থেকে পোশাকশ্রমিকদের আন্দোলন শুরু হয়। চলতি মাসের শুরুতে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে ১ থেকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত ১৮ দিনের পরিস্থিতি বিবেচনায় সদস্য কারখানাগুলোর কাছে তথ্য চায় বিজিএমইএ। রোববার পর্যন্ত ৩১৭টি কারখানা থেকে পাওয়া প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে ক্ষতির এই হিসাব তৈরি করা হয়েছে।

সংগঠনটি জানায়, সময়মতো পণ্য সরবরাহ করতে না পারায় অনেক কারখানার রপ্তানি ক্রয়াদেশ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ক্রেতাদের নির্ধারিত সময়ে পণ্য পাঠাতে কোথাও অতিরিক্ত খরচে আকাশপথে পণ্য পরিবহন করতে হচ্ছে, কোথাও দিতে হচ্ছে মূল্যছাড়। কিছু ক্ষেত্রে ক্রয়াদেশ বাতিলও হচ্ছে। তবে এসব অতিরিক্ত ব্যয় ও ক্ষতির হিসাব জরিপে ধরা হয়নি।

বিজিএমইএর মতে, প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ জরিপে উঠে আসা হিসাবের চেয়ে বেশি হতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত কারখানার সংখ্যা ৬০০ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলেও জরিপে অংশ নিয়েছে মাত্র ৩১৭টি কারখানা। ফলে অনেক কারখানার ক্ষতির তথ্য হিসাবের বাইরে রয়ে গেছে।

১৮ নভেম্বর তথ্য সংগ্রহের সময়সীমা শেষ হলেও শিল্পাঞ্চলে অস্থিতিশীলতা অব্যাহত রয়েছে। এতে পোশাকশিল্পের ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে সংগঠনটি।